দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN. 15 1999 ...
পৃষ্ঠা: ৫ কলাম ৭ ......

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের নিম্নমুখী গতি

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে, ব্যয়ও বেড়েছে। প্রতি বছর অর্থমন্ত্রীর বাজেট বরাদ্দ থেকে সহজেই সেটা জানা যায়। বর্ধিত বরাদ্দ বা ব্যয়ের সুফল কি পাওয়া যাচ্ছে এ প্রশ্নটি কখনোই কোন মহল থেকে করা হয়নি। সরকারের নীতিনির্ধারক যারা তারা বরাদ্দ বাড়িয়ে আর ব্যয় করেই খালাস, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে কিনা সে খোঁজখবর রাখেন এমন মনে করবার কোন কারণ নেই।

সম্প্রতি কাঠামোগত অংশগ্রহণমূলক নিরীক্ষা উদ্যোগ (ম্যাক্সি) আয়োজিত এক আলোচনা সভায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় ও কাজের মানের হ্রাসবৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচকরা বলেছেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও লেখাপড়া ও চিকিৎসার গুণগত মান কমছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এ দুটো খাত মানব সম্পদ উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানব সম্পদ উন্নয়ন ছাড়া সার্বিক উন্নয়নের কোন সম্ভাবনাই যে নেই এটা সকলেই স্বীকার করবেন। বরাদ্দ এবং খরচ বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় এ দুটো খাতের আউটপুটও গুণগতভাবে বাড়বে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে উল্টোটা ঘটছে। এর কারণ হিসেবে আলোচকরা ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে বৈষম্য,, খরচের ব্যাপারে উপযুক্ত তদারকির অভাবকে প্রধানত চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন জনবল ও কাঠামোগত উন্নয়ন হলেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সেবার মান দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। শিক্ষাখাতে ছাত্র-শিক্ষকদের অনুপাত এবং স্বাস্থ্যখাতে রোগী-ডাক্তারের অনুপাত এমন অবস্থায় রয়েছে যে, এই দুরবস্থার কারণে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কোন খাতেই অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না। শুধু জনবলের কাঠামোই যে যথেষ্ট দুর্বল তা নয়, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও রয়েছে অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচার। যোগ্যতার চেয়ে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি হওয়াতে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য দুটো খাতই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সব সময়েই দেখা যায় যে দল ক্ষমতায় থাকে সেই দল অথবা তাদের অঙ্গসংগঠনগুলো বাইরে থেকে বদলি, পদোন্নতি এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের কাজে প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ করছে। ক্ষমতাসীন দল এবং অঙ্গসংগঠনের নেতাদের হুকুম তামিল করতে করতেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দিন কাটে, তারা সরকারি কাজ করবেন কখন? শিক্ষা ও চিকিৎসার গুণগত মান উন্নয়নের পরিকল্পনা বা নীতিগুলো বাস্তবায়ন করবেন কখন? শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ে সরেজমিনে গেলেই দেখা যাবে কর্মকর্তারা ক্ষমতাসীনদের হুকুম তামিলে কেমনভাবে তটস্থ থাকছেন। ক্ষমতাসীন দলের নাম ভাঙিয়ে এ দুটো খাতের পেশাজীবী সংগঠনের নেতারাও জিম্মি করে রেখেছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে। বাইরের হস্তক্ষেপে শুধু যে অব্যবস্থাই হচ্ছে তা নয়, অনিয়ম এবং দুর্নীতিও হচ্ছে লাগামহীনভাবে। বাজেটের বরাদ্দ বৃদ্ধির অর্থ যদি এইভাবে পুকুরচুরিতে চলে যায় তবে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হবে কিভাবে? বাইরের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে বেরিয়ে এসে প্রশাসনকে যদি তার মতো করে কাজ করতে দেয়া না হয় এবং দুর্নীতিমুক্ত করার জন্যে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা না যায় তবে যতই ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হোক না কেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের অগ্রগতি আশা করা হবে একেবারেই অর্থহীন।